প্রথম আলো

তারিখ ... 19 MAR ২০০৫
পৃষ্ঠা ... ২ কলাম ... ৬

নিরাপত্তার জন্য স্কুল কমিউনিটি পুলিশ গঠনের প্রস্তাব

কমিশনার-স্কুল কর্তৃপক্ষ বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

রাজধানীর ইংরেজি মাধ্যম, কিন্ডারগার্টেন ও মিশনারিজ স্কুলের কর্তৃপক্ষকে নিজস্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার অনুরোধ করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ। শিক্ষার্থী ও শিক্ষক-কর্মচারীদের নিরাপত্তার জন্য প্রতিষ্ঠানের ভেতরে ক্লোজ সার্কিট (সিসি) ক্যামেরা এবং মূল ফটকে আর্চওয়ে বসানোর পরামর্শও দেওয়া হয়েছে। স্কুলগুলোর নিরাপত্তার জন্য স্কুল কমিউনিটি পুলিশ গঠনেরও প্রস্তাব করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার রাজধানীর এসব স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে মহানগর পুলিশ কমিশনার এ কে এম শহীদুল হক এসব পরামর্শ দেন।

সূত্র জানায়, জঙ্গি হামলার আশঙ্কা মাথায় রেখে রাজধানীর স্কুলগুলোর নিরাপত্তা বাড়ানো হচ্ছে। প্রস্তুতি হিসেবে এর আগে বিভিন্ন সংস্থা সম্মিলিত মহড়া দিয়েছে। মহড়ায় নিরাপত্তার ফাঁকফোকরগুলো খতিয়ে দেখা হয়।

পুলিশ কমিশনারের সম্মেলনকক্ষে আয়োজিত বৈঠকে দেড় শতাধিক স্কুলের শিক্ষক-প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে উপস্থিত ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের সহকারী প্রধান শিক্ষক শামিম জাহান *প্রথম আলোকে* বলেন, বৈঠকে বিদ্যালয়ের ভেতর-বাইরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে পারস্পরিক আলোচনা হয়েছে। পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে বাইরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। আর ভেতরের নিরাপত্তার বিষয়ে কিছু পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

মিরপুর ডেপন স্কুলের শিক্ষক আর পি বালা *প্রথম আলোকে* বলেন, ঢাকা মহানগর পুলিশ তাঁদের স্কুলে নিরাপত্তা বাড়াতে অনুরোধ করেন। সেন্ট জেভিয়ার্স বালিকা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ রেণুবালা পালমা *প্রথম আলোকে* বলেন, নিরাপত্তার ব্যাপারে আরও সচেতন হওয়ার জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়েছে। ওয়াইডব্লিউসিএর অধ্যক্ষ মঞ্জু বাড়ৈ *প্রথম আলোকে* বলেন, তাঁদের কোনো স্কুলেই হামলার হুমকি দেওয়া হয়নি। কিন্তু এ ধরনের ঘটনা যাতে ঘটতে না পারে সে কারণে আগে থেকে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য কমিশনার সবাইকে অনুরোধ করেছেন। তিনি উড়ো খবরে আতঙ্কিত না হওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন।

বৈঠকের পরে কিডস টিউটরিয়ালের একজন শিক্ষিকা জানান, কমিশনার স্কুলের ভেতরে ও বাইরে নিরাপত্তার বিষয়ে সজাগ হতে বলেছেন। কমিশনার সবাইকে বলেছেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আশপাশে দোকানপাট, ভ্রাম্যমাণ দোকান ও হকারদের প্রতি বিশেষ নজর রাখতে হবে। অভিভাবক সেজে কেউ যাতে স্কুলে ঢুকতে না পারে সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। সন্দেহজনক

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

নিরাপত্তার জন্য

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গাড়ি, বস্তু ও পরিত্যক্ত জিনিসপত্রের দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

আরেকজন শিক্ষক জানান, কমিশনার স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের বহনকারী গাড়িচালক ও স্কুলের কর্মচারীদের ব্যাপারে সঠিক তথ্য রাখার জন্যও অনুরোধ করেছেন। তিনি অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা ও স্কুলের খাবারের দিকে নজর রাখতে বলেন।

বৈঠকে পুলিশের পক্ষ থেকে কীভাবে সহায়তা করা হবে তাও বলা হয়। কমিশনার সব স্কুলের প্রতিনিধিকে রাজধানীর সব পুলিশ কর্মকর্তার মোবাইল ফোন নম্বর দেন। কোন তথ্য থাকলে দ্রুত তাঁদের ফোন করার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি জানান, স্কুলের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখার জন্য পুলিশের নিয়ন্ত্রণকক্ষে একজন ও ডিএমপি সদর দপ্তরে একজন সহকারী পুলিশ কমিশনার কাজ করবেন। তাঁরা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবেন।

বৈঠকের পর কমিশনার সাংবাদিকদের জানান, স্কুলগুলোর নিরাপত্তার ব্যাপারে সচেতনতা তৈরির জন্য বৈঠক ডাকা হয়। তিনি বলেন, স্কুলগুলোর নিরাপত্তার জন্য স্কুল কমিউনিটি পুলিশ গঠন করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এটি গঠন করা গেলে উত্ত্যক্ত করাসহ স্কুলকেন্দ্রিক অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করা যাবে।

অভিভাবকেরা যাতে আতঙ্কিত না হন সে কারণে এ বৈঠক ডাকা হয়েছে উল্লেখ করে কমিশনার বলেন, পর্যায়ক্রমে সব উপকমিশনার তাঁদের এলাকার স্কুলের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করবেন।